সংবাদ

তারিখ ...30 SEP 1985...
পৃষ্ঠা... ...1... কলাম ...1... ...

005

৪টি প্রকৌশল মহাবিদ্যালয়

স্বায়ত্তশাসিত বিআইটি না করা পর্যন্ত ছাত্র ভর্তি বন্ধ

॥ উৎপল কান্তি ধর ॥

বাংলাদেশ প্রকৌশল মহাবিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি আর কালক্ষেপণ না করে অনতিবিলম্বে দেশের চারটি প্রকৌশল মহাবিদ্যালয়কে স্বায়ত্তশাসিত বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজিতে (বি, আই, টি) রূপান্তরিত করার দাবী জানিয়েছে। এই দাবী বাস্তবায়িত না হওয়া পর্যন্ত প্রকৌশল মহাবিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি দেশের সকল প্রকৌশল মহাবিদ্যালয়ে ছাত্র ভর্তি বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

গতকাল বিকেলে জাতীয় প্রেসক্লাবে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে প্রকৌশল মহাবিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি উপরোক্ত বক্তব্য রাখে।

দীর্ঘদিন ধরে দেশের চারটি প্রকৌশল মহাবিদ্যালয়কে স্বায়ত্তশাসিত ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজিতে (বি,আই,টি) রূপান্তরিত করার সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় কোন উপান্তর না দেখে বাংলাদেশ প্রকৌশল মহাবিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে শিক্ষক সমিতির নেতৃবৃন্দ জানান।

এই পর্যায়ে সরকার তাদের দাবী-দাওয়া বাস্তবায়ন না করলে বাংলাদেশ প্রকৌশল মহাবিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি তাদের পরবর্তী কর্মসূচী ঘোষণা করে।

বাংলাদেশ প্রকৌশল মহাবিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি এবং খুলনা প্রকৌশল মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ আবদুল হান্নান সাংবাদিক সম্মেলনে একটি লিখিত বক্তব্য পাঠ করে শোনান।

তিনি বলেন যে, ১৯৭৩ সাল থেকে ১৯৮১ সাল পর্যন্ত সময়কালে সরকার কর্তৃক গঠিত বিভিন্ন কমিশন ও কমিটি দেশের প্রকৌশল মহাবিদ্যালয়গুলোর শিক্ষার মান ও পরিবেশ, প্রশাসনিক ও আর্থিক পরিস্থিতির সার্বিক পর্যালোচনা করে মহাবিদ্যালয়গুলোকে স্বায়ত্তশাসিত বিআইটি'তে রূপান্তরিত করার জন্য সরকারের কাছে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ করেছেন। সরকার গঠিত এ সকল কমিশন ও কমিটি হচ্ছে: ১) ১৯৭৩ সালে তৎকালীন আণবিক শক্তি কমিশনের চেয়ারম্যান ড: ইন্নাস আলীর নেতৃত্বে ৫ সদস্যবিশিষ্ট কমিটি, ২) ১৯৭৪ সালে গঠিত ড: কুদরত-এ-খোদা কমিশন, ৩) ১৯৭৬ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসানের নেতৃত্বে শিক্ষা পরিবেশ বিষয়ক কমিটি, ৪) ১৯৭৭ সালে তৎকালীন শিক্ষা উপদেষ্টা ড: এম সেলিমের

(শেষ পৃ: ৪-এর ক: দ্র:)

ছাত্র ভর্তি বন্ধ

(১ম পাতার পর)

নেতৃত্বে ৬ সদস্যবিশিষ্ট কমিটি এবং ৫) ১৯৮১ সালে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য ড: ওয়াহিদউদ্দিন আহমদের নেতৃত্বে ১৫ সদস্যবিশিষ্ট কমিটি।

এই সকল কমিশন ও কমিটির সুপারিশ সত্ত্বেও গত এক যুগে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এই সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত করেনি বলে শিক্ষক সমিতির কর্মকর্তারা অভিযোগ করেন।

সাংবাদিক সম্মেলনে তাঁরা বলেন যে, বিগত ১৬-১০-৮১ তারিখে মন্ত্রী পরিষদ ড: ওয়াহিদউদ্দিন আহমদ কমিটি কর্তৃক প্রণীত সুপারিশমালা নীতিগতভাবে অনুমোদন করে এবং পরবর্তীকালে ১২-৩-৮২ তারিখে উপ-রাষ্ট্রপতির নেতৃত্বে বিশেষ কাউন্সিল কমিটির সুপারিশক্রমে ১৯-৩-৮২ তারিখে মন্ত্রী পরিষদ এ বিষয়ে চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদান করে। মন্ত্রী পরিষদ সিদ্ধান্ত নেয় যে ১৯৮২ সালের ১লা জুলাই থেকে দেশের প্রকৌশল মহাবিদ্যালয়গুলিকে স্বায়ত্তশাসিত বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজিতে রূপান্তরিত করা হবে। কিন্তু অজ্ঞাত কারণে মন্ত্রী পরিষদের এই সিদ্ধান্ত এখন পর্যন্ত বাস্তবায়িত হয়নি বলে শিক্ষক সমিতির নেতৃবৃন্দ ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

তারা বলেন যে, সরকার কর্তৃক গঠিত ব্রিগেডিয়ার শামসুল ইসলাম কমিটিও ১৯৮২ সালের মে মাসে দেশের প্রকৌশল মহাবিদ্যালয়গুলির সমস্যা নিরসনের জন্য মন্ত্রী-পরিষদের এ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত কার্যকর করার সুপারিশ করেন। পরবর্তীতে, ২৪/১১/৮৩ ও ৭/৩/৮৪ তারিখে সিএমএলএ সচিবালয় থেকে এ বিষয়ে পর পর দু'টি নির্দেশনামা জারি করা হয়। ৩/১০/৮৪ তারিখে শিক্ষামন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিশেষ সভায় দেশের ৪টি প্রকৌশল মহাবিদ্যালয়কে স্বায়ত্তশাসিত বিআইটি'তে রূপান্তর করার লক্ষ্যে অনতিবিলম্বে প্রয়োজনীয় অধ্যাদেশ জারির বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ বছরের গোড়ার দিকে ১৭ই জানুয়ারী তারিখে চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত ইন্সটিটিউট অব ইঞ্জিনীয়ার্স-এর ২৯তম সম্মেলনে উদ্বোধনী ভাষণদানকালে রাষ্ট্রপতিও এই বিষয়টি বাস্তবায়নের ঘোষণা প্রদান করেন। কিন্তু এতসব কিছুর পরও বিষয়টির আর কোন অগ্রগতি হয়নি বলে তাঁরা জানান।

শিক্ষক সমিতির নেতৃবৃন্দ বলেন যে, বর্তমানে দেশের প্রকৌশল বিদ্যালয়গুলোতে স্বায়ত্তশাসন না থাকায় এ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে নানা সমস্যা হচ্ছে। শিক্ষার পরিবেশও বিঘ্নিত হচ্ছে। মহাবিদ্যালয়গুলিকে স্বায়ত্তশাসিত বিআইটি'তে রূপান্তরিত না করা হলে এই সকল সমস্যার সমাধান হবে না বলে তাঁরা উল্লেখ করেন।

তারা বলেন যে, তারা অনুভব করছেন আন্দোলনের কর্মসূচী হিসেবে প্রকৌশল মহাবিদ্যালয়গুলোতে ছাত্র ভর্তি না করার সিদ্ধান্তের ফলে সংশ্লিষ্ট ছাত্র ও অভিভাবকরা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। কিন্তু দেশে প্রকৌশল শিক্ষার বৃহত্তর স্বার্থে তারা এই কর্মসূচী নিতে বাধ্য হয়েছেন।

সাংবাদিক সম্মেলনে ঢাকা প্রকৌশল মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ সেকান্দর আলীসহ দেশের ৪টি প্রকৌশল মহাবিদ্যালয়ের বেশ কয়েকজন শিক্ষক এবং শিক্ষক সমিতির কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।